কবিতার অন্যকোনখানে

অনাবশ্যক পড়ছো কি হার্ট ক্রেন

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

কিছুক্ষণের মধ্যেই উইন্ডস্ক্রীনের ওপর হ্রেনোয়ার একটা ছবি আঁকা হয়ে গেল। দুপাশে একদলা বসন্তসবুজ আর মাঝখানে এক নদী বা জলপ্রপাতের মধ্যমা। শব্দ এমন তুমুল বেড়ে গেল যে রেডিওর শব্দ আর শুনতে পাচ্ছি না। ওয়াইপারের পাগলপারা চেষ্টাতেও আমার দৃশ্য পরিস্কার হচ্ছে না। অন্তত যতটুকু পরিস্কার হলে গাড়ীটা চালানো যায়। ফলে হাইওয়ে থেকে নেমে এলাম কোনরকমে। কিছুদূর এগিয়ে একটা গ্যাস-স্টেশন বা পেট্রোল-পাম্প। সে জায়গায় বৃষ্টি মরে এসেছে। সিগারেটের সন্ধানে সেই গ্রাম্য দোকানে ঢুকি, কাউন্টারে দাঁড়িয়েছি, একটা ১৬/১৭র ছেলে এসে কথা বলে -

- স্যার ক্যান্ডি নেবেন ?

ক্যান্ডি অর্থাৎ লজেন্স। তার গলা থেকে ঝোলানো ট্রের ওপর নানা ধরনের চকোলেট-লজেন্স সাজানো। চল্লিশ বছর আগে ইউরোপ-আমেরিকায় এমন ট্রে ঝোলানো চকো-বালক/বালিকাদের দেখা যেত। একুশ শতকে এ যেন অতীত থেকে নেমে আসা এক সুমিষ্টতা। তাই কথা বলতে আগ্রহ হয়।

- ঐ একটা জেলো-ভরা ক্যান্ডি দাও তো। আচ্ছা দুটো দাও।
- নিন স্যার, খুব ভালো জিনিষ, গ্যারেটস্‌ভিলের ।

আকাশ এখনো ভেজা, বিদ্যুৎসম্ভাবনাময়, তবু নীল আলোর ঝলকানিটা আমার মাথার মধ্যেই কোথাও যেন। গ্যারেটস্‌ভিল, গ্যারেটস্‌ভিল, গ্যারেটস্‌ভিল ..... কার নাম ? কারো নাম ? কোনো জায়গা ? কোথায় কেন কিভাবে যেন কখন .....কে বলেছিল কবেকার কথা যখন.... আমি কি ..... ?..... ?.....

- ওহে শোনো, গ্যারেটস্‌ভিল কোথায় ?
- কেন , এই ওহায়ওতেই স্যার, এখান থেকে ঐ হাইওয়ে ধরে এক ঘন্টা .....
- না, মানে আমার জিজ্ঞাস্য গ্যারেটস্‌ভিল কি কোনো কারণে বিখ্যাত ?
- হাসালেন। গ্যারেটস্‌ভিল একটা পুঁচকি শহর। মফস্বল। কিছু কারখানা আছে। কয়েকটা ক্যান্ডির কারখানা আছে।
- আচ্ছা, ধন্যবাদ।

কুয়াশা কাটেনা। দোকানের বাইরে এসে সিগারেট ধরিয়ে কুয়াশায় ধোঁয়াশা যোগ করি। আর সেই অস্পষ্টতা ভেদ করেই হঠাৎ মনে পড়ে যায় একটা চকোলেট কারখানার নাম - ক্রেন চকোলেট কোম্পানী। যাদের চকোলেট বিখ্যাত হয়নি, হয়েছিল তাদের মালিকের ভেগে যাওয়া বাউন্ডুলে ছেলেটি। কবি হয়েছিল। ক্ষণজন্মা আত্মহন্তা এক কবি, যাকে তার দেশ ভুলতে পারেনি - হ্যারল্ড হার্ট ক্রেন।

আগাছায় জন্মানো সাদা, উজ্জ্বল আজেলিয়া ফুলের মত হার্ট ক্রেনের জীবন নয়, তবে দুটো বিবদমান কুকুরের মাঝখানে পড়ে যাওয়া রবারের হাঁসটার মত। বাবার ব্যাবসা - ওহায়ওর গ্যারেটস্‌ভিলে চকোলেট কারখানা। আর মা শিকাগোর উচ্চবিত্ত ঘরের অতিসুন্দরী, অতি-উচ্চাকাঙ্খী মেয়ে, যে নামজাদা হতে চায়। হ্যারল্ড তাদের একমাত্র পুত্র। মা-বাবার নিয়মিত বচসা ক্রমশ এমন জায়গায় পৌঁছয়, হ্যারল্ড তার ১৭ বছর পূর্ণ হবার আগেই দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তাকে ক্লিভল্যান্ডে তার দাদু-দিদার বাড়ীতে রেখে আসা হয়। ইতিমধ্যে সে নিজের মধ্যে আবিস্কার করেছে এক পুরুষপ্রেমীকে। সমকামিতার প্রথম অভিজ্ঞতা ১৬ বছর বয়সেই ঘটে গেছে। বাবা তাকে বারবার নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে চকোলেট কারখানা চালানো শেখাতে। এই টানাপোড়েন থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত হ্যারল্ড হার্ট ক্রেন ১৭ বছর বয়সে একদিন তার দাদুর বাড়ী থেকে পালায়। পালায় নিউ ইয়র্কে, ম্যানহাটনে। ইতিমধ্যেই সে কবিতায় মজে গেছে। পড়ছে প্রচুর হুইটম্যান, ফরাসী প্রতীকবাদীদের, এলিজাবেথের আমলের নাটক। অনর্গল চুরুট খায়, জ্যাজ শোনে। ঘন ঘন রক্তসুরাপান। সামান্য খাবার পয়সা যেদিন, সেদিনও আগে সে সুরা কেনে, পরে রুটি। এইভাবে ১৫ বছর কাটে এক ভবঘুরে যন্ত্রণাময় জীবনে। বহু ভ্রমণ আসে, বহু মানুষ, অনেক খ্যাতিও। তবু ১৯৩২ সালে, এস এস ওরিজা নাম্নী জাহাজটা মেহিকো থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে গড়াচ্ছে যখন ; সবে ভেরা ক্রুজ বন্দর থেকে বেরিয়েছে, তখনই ৩২ বছরের এই উজ্জ্বল যূবকটি, আমেরিকার র‍্যাঁবো - হ্যারল্ড হার্ট ক্রেন জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়লেন অতলান্তিকে। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

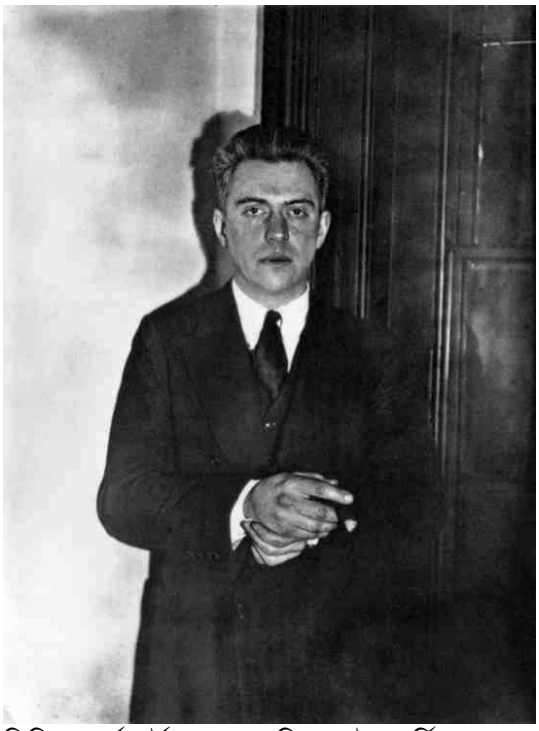
তিরিশ অনুর্ধ হার্ট ক্রেন - খ্যাতি তখনই চতুর্দিকে

এক ক্রেন গবেষক, পরবর্তীকালে খুঁজে বের করেছিলেন এস এস ওরিজার সেই সহযাত্রীকে যিনি হার্ট ক্রেনকে শেষবার দ্যাখেন। সেই লোকটির জবানবন্দী এরকম -
মুখের দিকে চাইনি। ডেকে কাগজ পড়ছিলাম। মেঘলা ছিলো সেদিন। খয়েরী একটা ওভারকোট ওর গায়ে ছিল, পাজামা পরা। খুব আস্তে আস্তে ভদ্রলোক আমার থেকে এই কয়েক গজ দূরে এসে দাঁড়ালেন। তখনই ওর দিকে তাকিয়েছিলাম একবার। মুখের দিকে চাইনি। হঠাৎ কখন যেন সে লাফিয়ে পড়লো। তখনই খেয়াল হলো। আমি চিৎকার করে উঠি। কেউ একজন একটা লাইফবেল্ট ছুঁড়ে দেয় নীচে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে নীচে তাকিয়ে দেখি সে নেই। কয়েক সেকেন্ড পর কিন্তু দেখলাম সে ভেসে উঠেছে এবং খুব জোর সাঁতরে যাচ্ছে। ব্যাস , আর দেখতে পাইনি। ..... যদি জল তাকে প্রপেলারের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো প্রপেলারে পড়ে সে কিমা কিমা হয়ে গেছে, আর নয়তো হাঙরে টেনে নিয়ে গেছে। ... কিন্তু আমি কোন রক্ত দেখিনি জলে, কেউ দ্যাখেনি ..... ।

এইভাবে একজন কবির অন্তর্ধান ঘটে ? অবিশ্বাস্য ! অসম্ভব ! অসহ্য !

তারপর ফোঁটার পর বক্রফোঁটা
এক চিল চিৎকার
বুনে দিল আবহমান সঙ্গীত -
এক কৃপাহীন আবরণ দিল তাদের
যারা যৌবনের রূপকথা এগিয়ে দিল মধ্যাহ্নের দিকে
(অনুবাদ ঃ লেখক)

কুড়ি পেরনোর আগেই হার্ট ক্রেন যথেষ্ট বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। একাধিক কাব্যসমালোচক তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এর মধ্যে। প্রায় প্রত্যেকে নির্দ্বিধায় বলেছেন ক্রেন এই সময়ের উজ্জ্বলতম কাব্যকন্ঠ। বিশেষত কবি, সমালোচক অ্যালেন টেট। তাঁর প্রথম জীবনের এই সমালোচকরাই পরবর্তীকালে ক্রেনকে বারবার বাঁচিয়েছেন, কখনো সুযোগ দিয়ে, বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে, অর্থ সাহায্য দিয়ে, অ্যালান টেট তো এক সময় তাঁকে নিজের খামারবাড়ীতে আশ্রয় দেন। সমালোচক-পাঠকদের কাছে হার্ট ক্রেন, বিশ দশকে এক বড় বিকল্প নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সমসাময়িকদের দেখা যাক। একদিকে টি এস এলিয়টের কবিতায় এক গূঢ় নৈর্ব্যাক্তিকতা, পাউন্ডের দর্শন। অন্যদিকে উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসের স্বর অতি স্বতন্ত্র ঠিক, কিন্তু নীচু। ঠিক ততটাই মৃদু ওয়ালেস স্টিভেন্স । ই ই কামিংসের কবিতা অবশ্য যুক্তি-দর্শনের চেয়ে জীবনের উত্তাপে ভরপুর, তবে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

তাঁর ভাষা পরীক্ষার ভাষা হলেও অতি ছন্দময় এক নতুন লিরিক। এঁদের পরিপ্রেক্ষিতে হার্ট ক্রেনের কবিতা এক দুর্মর জীবনবোধ নিয়ে আসে যার মুক্তস্বভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সবচেয়ে প্রিয়। জীবনের উল্লাস অন্য কোন সমসাময়িকের কলমে এতটা নেই।

এক সময় ই ই কামিংস বলেছিলেন - ক্রেনের মন একটা পিনের চেয়ে বড় ছিল না, কিন্তু সে ছিল জাত কবি। সেই জাত কবিতা নিয়ে আজো কোন সংশয় নেই কোথায়। আমেরিকান সমকালীন কবিবন্ধুদের প্রায় সকলে আমাকে বলেন - হার্ট ক্রেন কে তাঁরা বর্তমান কাব্যধারার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরী বলে মনে করেন। ক্রেনের পরবর্তীকালে ডিলান টমাস, কেনেথ প্যাচেন, রবার্ট লোয়েল, সিলভিয়া প্লাথ আমেরিকান কবিতার মোড় যতটা ঘোরাতে পেরেছিলেন ক্রেন না থাকলে সেটা অসম্ভব ছিল। যৌগিক রূপক ব্যবহার তাঁরা ক্রেনের থেকেই শিখেছিলেন। নতুন ভাষার খোঁজে ক্রেন প্রায়শই অভিধান খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে আনতেন অল্পব্যবহৃত নানা শব্দ। এর থেকে ক্রেনের কবিতায় এসেছিল এক জটিল অভিব্যাক্তি। সেইসঙ্গে জ্যাজ সঙ্গীতের প্রভাবে এসেছিল এক বিচিত্র ধ্বনিময়তা। আর বাউন্ডুলে জীবনযাপন থেকে এসেছিল রীতিপ্রহারের এক জ্বলন্ত ইচ্ছে। ফলে যখন তখন নিয়ম ভেঙে চুরমার করেছেন হার্ট ক্রেন। ৫০ এর দশকে জ্যাক কেরুয়াক ও বিমূর্ত অভিব্যাক্তিবাদী নিউ ইয়র্কের চিত্রকরদের কাজে স্পষ্টতই তার প্রভাব ছিল। এমনকি পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বোচ্চ পরীক্ষানিরীক্ষায় মেতে থাকা কবি জন অ্যাশবেরীর কাব্যধ্বনিতেও ক্রেনের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ রয়ে গেছে।

বিচ্ছিন্নতাবোধ হার্ট ক্রেনের জীবন ও কবিতার শিড়দাঁড়া। রক্ষণশীল ওহায়ও থেকে নিউ ইয়র্কের আঁতেল ও গরীব পাড়ায় পালিয়ে যাবার একটা বড় কারণ তাঁর সমকামিতা। সমকামীরা তখনকার মার্কিন সমাজে রীতিমত ব্রাত্য। কুড়ি বছর বয়সে ওহায়ওর এক্রন শহরে ক্রেনের বাবার চকোলেট কারখানায় তিনি যখন এক সাধারণ কর্মী, সেই সময় ঐ কারখানার আর এক কর্মীর সঙ্গেই হার্ট ক্রেনের প্রথম সমকামী সম্পর্কের শুরু। এক্রন শহরে এই ধরণের বেসামাজিক সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় শীঘ্রই। ইতিমধ্যে ক্রেনের কবিতা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, তাঁকে নিয়ে সমালোচকরাও লিখতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিই ক্রেন কে ম্যানহাটনে ঠেলে দেয়। কিন্তু সমস্যা সেখানেও। সেখানেও নিজের সমকামিতাকে লুকিয়ে চলতে হয়। সমকামিতার এক স্বাভাবিক ডেরা নৌঘাট। সেখানকার নাবিকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যান ক্রেন নিয়মিত। শস্তায় বা কখনো বিনামূল্যে সুরাও জুটে যায় সেখানে। এইখানেই ২৫ বছর বয়সে ক্রেনের আলাপ হয় এক এমিল ওফার নামে এক ড্যানিশ নাবিকের। বলা যায় এমিল ওফার ই হার্ট ক্রেনের প্রথম প্রেমিকা বা প্রেমিক।

১৯২৬ সালে বেরোয় হার্ট ক্রেনের প্রথম কবিতার বই - সাদা বাড়ী ("White Buildings")। এখানে উল্লেখ্য - এলিয়টের 'পোড়ো জমি' ("The Waste Land") বেরিয়েছে ঠিক ৪ বছর পূর্বে ১৯২২-এ। ক্রেন নিঃসন্দেহে এক নতুন উচ্চারণ নিয়ে আসেন 'সাদা বাড়ী' তে। বই প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হতে শুর করে, একাধিক সমালোচক ক্রেনকে মার্কিন কবিতার দুনিয়ায় স্বাগত জানান তাঁর তাজা বিকল্প কবিতার জন্য। যে কবিতা এলিয়ট বা পাউন্ডের চেয়েও তৎকালীন মার্কিন আআর অনেক কাছে যেতে পেরেছিল। এলিয়ট বা পাউন্ডের মেধাপুষ্ট কিন্তু নৈর্ব্যাক্তিক, আপাত-নির্জীব কবিতাধারাকে ওয়াল্ট হুইটম্যানের উত্তরসূরী ভাবা যায় না। কিন্তু ক্রেনের বই প্রকাশ পাওয়া মাত্রই অনেকে তাঁর মধ্যে হুইটম্যানের ছায়া দেখতে পান। আধুনিক যন্ত্রযুগের হুইটম্যান। এলিয়ট সম্বন্ধে স্বয়ং হার্ট ক্রেনের কিন্তু তেমন বিস্বাদবোধ ছিল না। নতুন কবিতার আঙ্গিককে এলিয়ট যেভাবে বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন, কবিতার আঙিনায় যে এমন অনেক কথার পাতা উড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন যা আগে আসেনি - ক্রেন এতে মুগ্ধ বোধ করতেন। আবার একইসঙ্গে এলিয়টের বিযুক্তি ও নৈরাশ্যবোধ তাঁকে বিরক্ত করত।

হার্ট ক্রেনের কবিতা ভাষার এক উল্লেখযোগ্য শিলাখন্ড 'যৌগিক উপমা'। এই 'যৌগিক উপমা' পরবর্তীকালের মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমী ভাষার কবিতায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং ক্রমাগত বিবর্তিত হতে থাকে। এমনকি ৫০ দশকের বীট কবি গ্রেগরি করসোর কবিতায় এই 'যৌগিক উপমা' র জোরালো এক নবীকরণ লক্ষ্য করা যায়। উপমা একটি বস্তু বা ভাবনার ওপর অন্য একটি বস্তু বা ভাবনার গুণারোপ ক'রে, হয় তার মূলভাবকে সম্প্রসারিত করে, নয়তো, সম্পূর্ণ অচেনা একটি গুণ বা অভিভাবকে আরোপিত করে। যৌগিক উপমার ক্ষেত্রে কখনো কখনো উপমাটাই কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবনা হয়ে ওঠে এবং তার নানাবিধ গুণ অন্যান্য সংযুক্ত বা অসংশ্লিষ্ট ভাবনার ওপর ছায়া ফেলতে থাকে। আবার কখনো একাধিক সমান্তরালের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা হয় যদিও সে কবিতার কেন্দ্রভাবনায় থাকেনা সেক্ষেত্রে।

ক্রেন একবার তাঁর কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন - রূপকের যুক্তি। অর্থাৎ প্রাত্যহিক ভাষা আমাদের ভাবনা চিন্তা বোঝাতে যেমন যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে তার গঠনপ্রনালীতে, ঠিক তেমনি কবিতার ভাষাও বিশেষ আবেশ-যুক্তি-ভাব-ভাবনা প্রকাশের তাগিদে রূপককে ব্যবহার করে একটি বিশেষ যুক্তি মেনে। ক্রেনের তাকে বলেছিলেন - রূপকের যুক্তি। বলেছিলেন -

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

"The logic of metaphor is the dynamics of referential mention" । উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'বাগান-সারাংশ' কবিতাংশ দেখা যাক -

ডালে ঝুলে থাকা ঐ আপেলটা ওর আকাঙ্খা
এক চিকণ নিলম্বন, সূর্যের প্রতিবিম্ব
ডালটা তার শ্বাসরোধ করে, গলা বুজিয়ে দেয়
তার সবরকম তেরছাভাব আরো সুতীক্ষ্ণ করে
উঠে গেছে ওপরে ডালে ডালে, তার দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়
সেই ঐ গাছেরই বন্দিনী, আর তার সবুজ আঙুলগুলোর
তাই একদিন সে নিজেকে গাছ ভাবতে শুরু করে

এখানে বাগান থেকেই নানা উপমা ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে এক নারীকে আঁকতে। যৌগিক উপমার এই এক ব্যবহার। অন্যরূপী প্রয়োগ ঐ 'আপেল'। লক্ষ্য করা যায় তাকে তিনভাবে ব্যবহার করা হল। একবার বলা হয় নারীর 'আকাঙ্খা', একবার 'চিকন নিলম্বন' আর একবার তাকে 'সূর্যের প্রতিবিম্ব' বলা হল।

কাব্যগ্রন্থ নিয়ে যতই আলোচনা হোক, 'সাদা বাড়ী' বেরনোর পরপরই ক্রেনের স্বভাব এক 'স্বর্গীয় মত্ততা' র শিকার হতে থাকে। মদ , জুয়া , সমকামী সঙ্গীর অভাবের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠতে থাকে তার মেগালোম্যানিয়া। ম্যানহাটনের অ্যাপার্টমেন্টের জানলা খুলে এক একদিন রাস্তার লোকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে থাকেন - যদি চোখ থাকে আপনাদের, দেখে নিন এ যুগের হুইটম্যানকে। আর কিই বা সেই বুড়ো করেছে, আমার কবিতা পড়ুন .....। ক্রোধও সীমা ছাড়িয়ে যায় যখন তখন। একদিন রাগের চূড়ান্তে নিজের লেখার টাইপরাইটার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ভাগ্যক্রমে রাস্তায় তখন লোক ছিল না। যেখানে ক্রেন থাকেন তার অল্পদূরে হাডসন নদীর ওপর বিখ্যাত ব্রুকলিন ব্রিজ। র‍্যোবলিং নামের এক অসাধারণ প্রতিভাধর কারিগরের তৈরি। ব্রুকলিন ব্রীজ ইস্পাতযুগে আমেরিকার এক তুলনাহীন কারিগরী সৌন্দর্য। বহু কবি, শিল্পীকে মুগ্ধ করেছে তার শিল্পায়ন। স্বয়ং ওয়াল্ট হুইট্ম্যান পর্যন্ত তার প্রশংসা করেছেন। এই সেতুকে কেন্দ্র করে হার্ট ক্রেন একটি নব মার্কিণ মহাকাব্য রচনার দিকে মন দিলেন। ব্রুকলিন সেতুকে আধুনিক যন্ত্রযুগের আমেরিকার একটি সম্পুর্ণ রূপক ভাবার মধ্যে হার্ট ক্রেনের কবিকৃতির উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। কিন্তু কেবল এই রূপকতায় নয়, 'সেতু' কাব্যগ্রন্থএর মহাকাব্যটি তার ভাষায়, আঙ্গিকে, পরিবেশনে অসমান্তরাল হয়ে ওঠে। আমেরিকার সমাজ-ইতিহাসকে কেন্দ্র গড়ে ওঠে এই কবিতামালা। ক্রেনের অনেক সমালোচক বলতে শুরু করলেন - এক আধুনিক হুইটম্যানের জন্ম হল। ক্রেন এই দীর্ঘ কবিতাগুলি লিখতে শুরু করেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তাঁর পারিবারিক অবসরকুঞ্জে। সেখানকার নির্জন, নির্বান্ধব সন্ধ্যাগুলো তাকে নিউ ইয়র্কের জন্য কাতর করে তোলে। 'সেতু' র কবিতামালায় যোগ হয় সেই প্রিয় লোকালয়ের অভাবজাত তীব্র এক অনুভূতি । ক্রেনের কবিতার ভাষাকে অচেনা লাগে -

Stick your name on a signboard
brother-all over-going west-young man
Tintex-Japalac-Certain-teed Overalls ads
and land sakes! under the new playbill ripped
in the guaranteed corner-see Bert Williams what?
.....
Dream cancels dream in this new realm of fact
From which we wake into the dream of act;
Seeing himself an atom in a shroud-
Man hears himself an engine in a cloud!

অনেকেই হার্ট ক্রেনকে আমেরিকার র‍্যাঁবো বলেন। এমন ভাবনার পেছনে যুক্তি অনেক। র‍্যাঁবোর মতই ক্রেন অতি অল্প বয়সে আমেরিকার কবিতা জগতে অত্যন্ত খ্যাতিমান হয়ে উঠছিলেন ; আর্তুর র‍্যাঁবো ক্রেনের মত তিনিও সমকামী ; দুজনেরই প্রথমজীবনের একটি কাব্যগ্রন্থ তাঁদের বিখ্যাত করে, এমনকি র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু' ও ক্রেনের 'সেতু' - এই দুটো কাব্যগ্রন্থই জাতির ইতিহাসকে চালচিত্রে রেখে বুনে তুলেছে এক দীর্ঘ ধ্রুপদী কবিতা ; র‍্যাঁবো কবিতাজগত থেকে নির্বাসন নেন যুবক বয়সেই আর ক্রেনও যৌবন অর্ধসমাপ্ত রেখে অতলান্তিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তফাৎ শুধু এখানে যে র‍্যাঁবো আজ ফ্রান্সের ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও পরিচিত নাম, অথচ হার্ট ক্রেন ততটা নন। এর দায় অনেকটাই বর্তমান আমেরিকার কাব্যপরিবেশের।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com